দর্শনায় ১১ কেজি রুপার গহনা আটক, মোটরসাইকেল উদ্ধার

দর্শনা সীমান্তের বাড়াদি ক্যাম্পের ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি ৭ শ গ্রাম রুপার তৈরি গহনা ও একটি এ্যাপাচী মটরসাইকেল উদ্ধার করেছে।

বিজিবি সুত্রে জানা গেছে গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র পরিচালক শাহ মোঃ ইশতিয়াক এর নেতৃত্বে বাড়াদী ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার আব্দুল জব্বার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালান সীমান্তের ৮১ নং পিলারের কামারপাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে।

এ সময় বিজিবির একটি টহল দল লাল রংয়ের একটি এ্যাপাচী ১৫০ সিসি মটরসাইকেলকে চ্যালেন্জ করলে মটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায় কামারপাড়া গ্রামের আব্বাস আলীর ছেলে ছিলন (২৫) পালিয়ে যায়।বাড়াদী ক্যাম্পের হাবিলদার আব্দুল জব্বার গ্রামের লোকজনের সামনে মোটরসাইকেলের সিট কভারের নিচ থেকে কসটেপ দিয়ে মোড়ানো ১০ টি প্যাকেট উদ্ধার করে।

পরবর্তীতে বিজিবি বিশেষ টহল দল কর্তৃক ১০টি প্যাকেট হতে ১০ কেজি ৭০০ গ্রাম তৈরীকৃত রুপার গহনা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যার রুপার গহনার আনুমানিক মৃল্য (পনের লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত টাকা)।

স্থানীয় জনগনের মাধ্যমে জানা যায় পালাতক মোটর সাইকেল আরোহীর নাম ছিলন মিয়া (২৫), পিতা- আব্বাস আলী, গ্রাম-কামারপাড়া, পোঃ- দর্শনা, থানা-দর্শনা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা। এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন এ ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি।

আটককৃত রুপার গহনাগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করণের কার্যক্রম চলছে।এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মামলা প্রক্রিয়া চলছে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে দুধপাতিলা একাদশ বিজয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের ৩য় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে টুর্নামেন্টের ৩য় ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে দুধপাতিলা একাদশ বনাম দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাব।

খেলায় দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাব কে ১-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় দুধপাতিলা একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে বিশেষ অতিথি সামসুল আলমের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় দুধপাতিলা একাদশের ৮নং জার্সি পরিহিত শাহাবুল কে । জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক নজরুল ইসলাম, রাজীব, স্বপন,রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন আজমল হোসেন, সোহান।

দামুড়হুদায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি

সংঘর্ষে নিহত ২

দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় দুই মটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কলোনি পাড়ার ফারুক হোসেনের ছেলে রায়হান উদ্দিন (৩০) ও পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের বাড়াদি গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে হৃদয় (২৫) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। নিহত রায়হান উদ্দিন (৩০) দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কলোনি পাড়ার ফারুক হোসেনের ছেলে, ও নিহত হৃদয় বাড়াদি গ্রামের হোসেন আলীর ছেলে।

জানা যায়, রায়হান উদ্দিন একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের বাড়াদি গ্রামে মামার বাড়ি কারেন্টর কাজ করার জন্য যায়। মামার বাসার প্রয়োজনীয় কারেন্টের মালামাল কেনাকাটা করতে মামাতো ভাই হৃদয়ের সাথে দর্শনা বাজারে আসার পথে দামুড়হুদা উপজেলার ছয়ঘরিয়া গ্রামের মাঝ পাড়া নামক স্থানএ পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা কালো রংয়ের সুজুকি জিকসার ১৫৫সিসি মটরসাইকেল দ্রুতগতিতে এসে ধাক্কা মারে, মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়।

এতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী রায়হান উদ্দিন ও তার মামাতো ভাই হৃদয় গুরুতরভাবে আহত হলে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রায়হান উদ্দিন কে মৃত ঘোষণা করেন। ও মামাতো ভাই হৃদয়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করে এম্বুলেন্স যোগে কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে হৃদয় মারা যায়। ঘাতক চালককে এখনো সনাক্ত করতে পারিনি পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক নুরজাহান রুমি জানান, দুপুরে মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় গুরুতর রক্তাক্ত জখমকৃত দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে রায়হান নামে এক জনের মৃত্যু হয়। পরে রক্তাক্ত জখম হৃদয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কে রেফার্ড করা হয় কুষ্টিয়া যাওয়ার পথে সেও মারা যায়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃত ব্যক্তিদের লাশ দুটো তাদের আত্মীয় সজন দের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম

লুৎফুল কবীর।

দামুড়হুদায় নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার মতবিনিময়

দামুড়হুদায় নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে এনে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রকল্পের চার মাস অন্তর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য, কাজী, ঈমাম ও ধর্মীয় নেতাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে। ব্রেড ফর দ্যা ওয়ার্ল্ড, জার্মানি সংস্থার সহযোগীতায়, মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলীর সভাপতিত্বে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মনিটরিং অফিসার বিপ্লব বিশ্বাস। এসময় বাল্য বিবাহ বন্ধে ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যদের ভূমিকা ও কাজীদের করণীয় বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

দীল তৈহিদা পারভীন এর সঞ্চালনায় এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সদর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শামিম রেজা, ইউপি সদস্য জাহিদুল ইসলাম, হাসান আলী, সামসুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, দামুড়হুদা সদর কাজী কুতুব উদ্দিন সহ সকল ইউপি সদস্যগণ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতে সহযোগিতা করেন, পি এফ হালিমা খাতুন ও এ এ হাবিবুর রহমান।

দামুড়হুদায় ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

একমাত্র খেলা-ধুলায় পারে যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে সেই উপলক্ষে দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ৪ টায় দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে।এ খেলায় মোট ১২ টি দল অংশগ্রহণ করবে উদ্বোধনী ম্যাচে দর্শনা বয়েজ ক্লাব বনাম চুয়াডাঙ্গা জাফরপুর একাদশ এ টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে দুটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় দর্শনা বয়েজ ক্লাব ১ চুয়াডাঙ্গা জাফরপুর একাদশ ১গোলে খেলাটি ড্র করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে: প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, এক সময় আমাদের দেশের খেলা- ধুলার মান খুবই খারাপ ছিলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকার সাথে সাথে খেলা-ধুলার মানও উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সকলকে মাদক পরিহারের অঙ্গীকার করতে হবে। একমাত্র খেলা-ধুলায় পারে যুবসমাজকে মাদক থেকে দুরে রাখতে। আমাদের যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে খেলা-ধুলার বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সিরাজুল ইসলাম মাস্টার বলেন, মাদকের ভয়াল থাবা থেকে আমাদের সন্তানদের দুরে রাখতে হবে। মাদক থেকে দুরে থাকতে হলে খেলা-ধুলার বিকল্প নেই। মাদকাশক্ত একটি সন্তান ওই পরিবারের অভিশাপ। একটি পরিবারকে ধ্বংশ করতে একজন মাদকাশক্ত সন্তানই যথেষ্ট। তাই অভিভাবকদেরও লক্ষ রাখতে হবে আপনার সন্তান কোথায় যায়, সে মাদকাশক্ত কিনা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আবুল কালাম আজাদ মিয়া, আহসান কবীর রিপন মিয়া, আমজাদ হোসেন,নিশান তরফদার, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, শহিদুল ইসলাম।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদ এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, রাজীব,স্বপন,রনি, হাফিজুর,আরিফ, নাজির,মুসা, আজাদ, হাসিবুল সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মেডিক্যাল টিমের দায়িত্ব পালন করেন রাশিদুল ইসলাম, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স দামুড়হুদা।
আয়োজনে: জয়রামপুর গ্রামবাসী।

দামুড়হুদায় লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা

দামুড়হুদায় লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দামুড়হুদা আব্দুল ওয়াদুদ শাহ্ ডিগ্রী কলেজের সভাকক্ষে।

দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভায় দামুড়হুদা উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে: অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা লোকমোর্চার সহ সভাপতি কামরুন নাহার,সহ সম্পাদক হানিফ মন্ডল, দপ্তর সম্পাদক ইউনুছ আলী।

দামুড়হুদা উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক হযরত আলীর সঞ্চালনায়, আরো উপস্থিত ছিলেন, হেলাল উদ্দিন,টিপু সুলতান, বাবুল হোসেন,মজিবার রহমান, হাসিবুর রহমান, ইউনুস আলী, হাবিবুর রহমান, মিরাজুল ইসলামসহ উপজেলা লোকমোর্চার সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন, ওয়েব ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন।

দামুড়হুদা উপজেলায় ২২ টি পূজা মন্ডপের প্রস্ততি শেষ

দামুড়হুদা উপজেলায় ২২ টি পুজা মন্ডপবের প্রস্ততি শেষ, প্রতিমা বরণের বা মন্ডপগুলোতে পূজা-অর্চনা পাওয়ার অপেক্ষায় দেবী। ইতিমধ্যেই প্রতিমা তৈরি ও সাজানোর সকল কাজ শেষ। শেষ সময়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রতিমা শিল্পীরা।

আগামী শনিবার ১ অক্টোবর সকাল ৭ টা ২৪ মিনিট থেকে শুরু হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা এবং ষষ্ঠী বিহিত পুজা প্রসস্ত সন্ধ্যায় দুর্গাপুজার বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস এর মধ্যে দিয়ে শুরু হবে পুজার আনুষ্ঠানুগতা।

দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি আনন্দ কুমার ঘোষ ও সদস্য সচিব সনজয় হালদার বলেন, মা এবার ঘটকে চড়ে আসছেন আর নৌকায় চড়ে যাবেন। দামুড়হুদা উপজেলায় এ বছর ২২টি পূজা মন্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসব অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সকল প্রস্ততি সম্পন্ন করা হয়েছে। শেষ সময়ে পূজার উৎসবকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে মন্ডপগুলোতে চলছে ব্যাপক সাজ সাজ রব। ইতিমধ্যে বেশীর ভাগ মন্ডপগুলোতে প্রতিমার কাঠামো ও রং করার কাজ শেষ হয়েছে।

১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে হিন্দু ধর্মের সব চেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। স্থানীয় শিল্পী ছাড়াও বিভিন্নস্থান থেকে আগত শিল্পীরা এসে প্রতিমা তৈরী ও সাজ সজ্জার কাজ করছেন। প্রতিটি পূজা মন্ডপের জন্য তৈরি হচ্ছে দুর্গা, স্বরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, অসূর, সিংহ, হাঁস, পেঁচা ও সাপসহ বিভিন্ন প্রতিমা।

দামুড়হুদা মডেল থানা ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফেরদৌস রহমান ও এএইচ এম লুৎফুল কবীর বলেন, হিন্দু ধর্মের সব চেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। এ বছর দামুড়হুদা উপজেলায় ২২টি মন্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রতিটি পূজামন্ডপগুলো পরিদর্শন করেছি এবং প্রতিটি পূজা মন্ডপের সভাপতি ও সম্পাদকসহ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। এ উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে পালন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে থানা

প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

আশা করছি, কোথাও কোন সমম্যা হবে না। এর পরেরও কোন সমম্যা হলে কুইক রেসপন্সের মাধ্যমে সমাধান করা হবে এবং কোন প্রকার অপ্রিতিকার ঘটনা ঘটতে দেওয়া হবে না।

দামুড়হুদায় ৫০০ পিচ ভারতীয় ইনজেকশনসহ আটক১

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্প ৫০০ পিচ ভারতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ ১ জনকে আটক করেছে।

জানাজায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এস আই আতিকুর রহমান জুয়েল, এএসআই মসলেম উদ্দিন, এএসআই জাহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুুদা থানাধীন কোমরপুর পশ্চিমপাড়ার মৃত সদর আলীর ছেলে মতিয়ার রহমান (৪৫)বাড়ি অভিযান চালিয়ে ৫০০ পিচ ভারতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ মতিয়ার রহমান কে আটক করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় যুবকের হাত-পা বিছিন্ন মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে সানারুল ইসলাম (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

আজ রোববার সকাল ১০ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলার রেলজগন্নাথপুর গ্রামের মাঠের ভিতর রেললাইনের উপর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে রেলওয়ে ফাড়ি পুলিশ। নিহত সানারুল ইসলাম আলমডাঙ্গা উপজেলার পারকুলা গ্রামের আব্দুল আলিমের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আজ ভোর ৪ টা ৪০ মিনিটের দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী আন্তঃনগর চিত্রা এক্সপ্রেক্স ট্রেনে কাটা পড়েন সানারুল। তার ডান হাত ও দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ভোরে রেললাইন পার হওয়ার সময় চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়েছেন তিনি।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক মাসুদ রানা বলেন, নিহতের মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ৯ দিনের ব্যবধানে আবারও জোড়া খুন

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমরান হত্যার রেশ কাটতে না কাটতে আবারও স্বামী-স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকে ও গলায় আঘাত করে হত্যা করেছে দৃর্বৃত্তরা। নজির উদ্দিনকে প্রথমে হাত ও মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলে। জমি-জমা সংক্রান্ত অথবা পূর্ব বিরোধের জেরে এ হত্যাকান্ড ঘটতে পারে বলে স্থানীয়রা জানান। দুর্বৃত্তরা হত্যার পর বাড়ির বাইরের গেটে তালা লাগিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

পুলিশ গতকাল শনিবার বিকেলে দুই জনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন।

হত্যা রহস্য উদঘাটন ও ঘটনার সাথে জড়িতদের সনাক্তে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি।
নিহতরা হলেন- আলমডাঙ্গা উপজেলার পুরাতন বাজারপাড়ার মৃত হাতেম আলির ছেলে নজির উদ্দিন (৬৯) ও তার স্ত্রী ফরিদা খাতুন(৬১)।

চুয়াডাঙ্গা সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান লালন বলেন, নিহতের মেয়ে দিলারা পারভিন শিলা শনিবার সকালে প্রথমে পিতার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে বন্ধ পায়। পরে মায়ের মোবাইল ফোনে কল দিলে কেউ রিসিভ করেনি। এরপর শিলা ও তার স্বামী ওয়াহেদুজ্জামান লেন্টু মিলে আসেন বাবার বাড়িতে। মা-বাবাকে ডাকাডাকি করে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তারা একজন পথচারিকে বাড়ির সীমানা প্রাচীর টপকে ভেতরে পাঠায়। পথচারী বাড়ির ভিতরে ঢুকে নজির আহমেদকে গোসলখানার মধ্য পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

শিলা বিষয়টি প্রথমে মোবাইল ফোনে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে জানালে তারা বাড়ির বাইরের গেটের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। পুলিশ দেখতে পায় কাপড় দিয়ে হাত ও মুখ বাধা অবস্থায় নজির আহমেদের লাশ পড়ে আছে গোসল খানার মধ্য। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকে ও গলায় আঘাত করে। ফরিদা খাতুনের লাশ ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। তার গলায় ও বুকে আঘাতের চিহৃ রয়েছে।

পুলিশ সুরতাহল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। আর ঘটনাস্থলে পিবিআই, সিআইড এর একটি দল নমুনা সংগ্রহ করে।
এলাকাবাসী ও স্থানীয়রা জানায়, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ডাবল মার্ডার সংঘটিত হয়েছে। নজির আহমেদ স্থানীয় একই এলাকার স্বর্গীয় শীব নারায়ণ ভৌতিকার জমি জাল দলিল করে দখল করে নেয়। নজির আহমেদের আদালতে প্রায় ২০টির বেশি মামলা চলমান রয়েছে জমি-জমা নিয়ে।

স্থানীয়রা আরও জানান তিনি এলাকায় শত কোটি টাকার বেশি সম্পদ জাল দলিল করে অন্যত্র বিক্রি করেছেন। আলমডাঙ্গায় ৯ দিনের ব্যবধানে আবারও জোড়া খুনের ঘটনা ঘটলো। আইশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ায় উপজেলাবাসী নিরাপত্তাহিনতায় ভুগছেন। পুলিশি ভূমিকা জোরদার হলে এ ঘটনা ঘটতোনা।

নজির আহমেদ প্রায় ৪০ বছর আগে ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ড উপজেলার হুলিয়া গ্রাম থেকে আলমডাঙ্গায় এসে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে পুরাতন সাব-রেজিষ্টি অফিস ভবন সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়ে স্বামী- স্ত্রী বসবাস করতেন। এ দম্পতির একমাত্র মেয়ে দিলারা পারভিন শিলা।

স্থানীয়রা আরও জানান, তিনি সিনেমা হল, চাতাল, বালিসহ বিভিন্ন ব্যবসা করতেন। নজির শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় শীব নারায়ণ

ভৌতিকার পোষ্যপুত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। নজির জাল দলিল করে তার সম্পদ দখল করে নেয়। এ নিয়ে আদালতে মামলাও চলমান রয়েছে।

এ বিষয়ে শিব নারায়ণের ছেলে পবন কুমার ভৌতিকার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার ফোন রিসিভ করেননি।
আলমডাঙ্গা হারদী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সাইদুর রহমান বলেন, হঠাৎ মোবাইল ফোনে দেখি এখানে একটি হত্যাকান্ড ঘটেছে তা দেখতে ছুটে আসি। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলার যে অবস্থা তাতে করে আমরা সাধারণ মানুষ চারম আতঙ্কের মধ্য জীবন-যাপন করছি। আলমডাঙ্গাসহ আশপাশের এলাকায় বেশ কিছু দিন ধরে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। যা দু:খজনক ও বেদনাদায়ক। সুষ্ঠ ভাবে তদন্ত করে অপরাধীদের সনাক্ত করা হোক। আলমডাঙ্গাসহ চুয়াডাঙ্গায় শান্তি ফিরিয়ে আনা হোক।
নিহতের মেয়ে দিলারা পারভিন শিলা বলেন, জমি নিয়ে প্রতিবেশিদের সাথে বেশকিছুদিন ধরে বিরোধ ছিল। সরকারি জায়গায় ইজারা নিয়ে থাকতো আমার বাবা-মা। এ হত্যাকান্ডের বিচার চায় আমরা। আমার বাবা- মার মত ভাল মানুষ নেই। আমার অসুস্থ বাবা-মাকে যারা খুন করেছে আমি তাদের বিচার দাবি করছি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও বলেন, হত্যা রহস্য উদঘাটনে কাজ শুরু করেছে পুলিশের কয়েকটি দল। সব বিষয় নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। লাশ ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

উল্লেখ্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য-দিবালোকে আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছেসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরানকে কুপিয়ে হত্যা করে মাসুদ রানা ও সাকিব হোসেনসহ বেশকয়েক জন। তাকে উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর দিনে ইমরানের পিতা বাদী হয়ে ৬ জনের নাম উল্লেখ করে আলমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। হত্যা মামলার প্রধান আসামী মাসুদ রানাকে পুলিশ ১৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে কুষ্টিয়ার একটি ছাত্রাবাস থেকে গ্রেফতার করে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন বলেন, নিহত দম্পত্তি খুনের বিষয়ে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। খুব দ্রুতই খুনিদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

এক সপ্তাহের ব্যবধানে তিনটি মার্ডার প্রসঙ্গে পুলিশের এ কর্মকর্তা বলেন, প্রত্যেকটি ঘটনার পিছুনে কোন কিছু উদ্দেশ্য থাকে। আমরা প্রত্যেকটি দিক খতিয়ে দেখছি। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেবক

লীগ নেতা ইমরান হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত প্রধান আসামী মাসুদ রানাকে কুষ্টিয়ার একটি ছাত্রাবাস থেকে গ্রেফতার করে। এই দম্পত্তি খুনের সাথেও জড়িতদের গ্রেফতার করতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।